২৯/৪/২০০৪

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...............
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৪.....

## তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বিজ্ঞান ও ধর্ম বই স্কুলে পৌছেনি

# ছাত্রদের হাতে বই নেই শিক্ষকদের বেতন নেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যস্ত মন্ত্রীর নির্বাচন নিয়ে

আহমদ সেলিম রেজা ॥ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নয়ন বাদ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে 'শিক্ষাই শক্তি শিক্ষাই মুক্তি' শিরোনামে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত পোস্টার ছেপে বিতরণ করেছে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ। শিক্ষামন্ত্রীর ছবিযুক্ত পোস্টার খুলনা বিভাগে এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ছবিযুক্ত পোস্টার রাজশাহী বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ১০ হাজার বর্ষপঞ্জী ছাপানোর পর তাতে শিক্ষামন্ত্রীর ছবি ভালোভাবে মুদ্রিত না হওয়ায় তা জনগণের মধ্যে বিতরণ না করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিটের স্টোর রুমে গুদামজাত করে রাখা হয়েছে। ইতিপূর্বে কোন সরকারের আমলে এভাবে সরকারী সম্পদের অপচয় ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। সরকারী অর্থে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজেদের নাম প্রচারে আগ্রহী হলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিটের সমস্যা সমাধানে মোটেই আগ্রহী নয়। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আজ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫০% বইও পৌছাতে পারেনি। বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে, সরকার মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মাত্র ৪০ থেকে ৫০% বই সরবরাহ দিতে পেরেছে। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম বই অদ্যাবধি

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

# শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যস্ত মন্ত্রীর নির্বাচন নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোন শিক্ষার্থীর হাতেই পৌছেনি। অথচ স্কুলগুলোতে আগামী মে মাস থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে সে পরীক্ষায় অংশ নেবে, তা নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এ নিয়ে কোন উদ্বেগ নেই। কিন্তু সরকারের এ অনিয়মে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে- বিগত সরকারের আমলে প্রতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই যেখানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ উপজেলা শিক্ষা অফিসে বই পাঠিয়ে দিত, সেখানে হঠাৎ এমন কি কারণ ঘটল যে, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকেই এই বই সরবরাহ নিয়ে একের পর এক সমস্যা চলতেই থাকল? সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, সর্বশেষ বিএনপি সরকারের আমলেও পাঠ্যবই বিতরণ করা হত প্রতিবছর ১ জানুয়ারী থেকে ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত শিক্ষার পক্ষ পালনের সময়। কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে এই নিয়ম ভেঙ্গে পড়ে। শিক্ষা অফিসগুলোয় ফেব্রুয়ারী/মার্চ পর্যন্ত বই সরবরাহ নেয়ার জন্য লাইন দেয়া শুরু হয়। চলতি বছর সে রুটিনও রক্ষা করতে পারেনি সরকারের শিক্ষা বিভাগ। উপরন্তু শিক্ষকদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত জানুয়ারী মাস থেকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ পর্যন্ত কোন বেতন পাননি। বেসরকারী শিক্ষকদের সংগঠন সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপের কারণে বেতন প্রদানে এই বিলম্ব ঘটছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী জানুয়ারী থেকে বর্ধিত হারে শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বেতনশীট তৈরী করলেও শিক্ষামন্ত্রী তাতে দস্তখত করেননি। বরং তিনি পুরনো বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতনশীট প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন

শিক্ষক সমিতি এ নিয়ে তীব্রভাবে প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন তাদের হাতে পৌছেনি অথচ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন- শিক্ষকদের প্রতি মাসের বেতন প্রতি মাসে দেয়া হবে। শিক্ষক সমিতির মহাসচিব আক্কাছ আলী এ প্রসঙ্গে বলেন, '৯৬-এর নির্বাচনের আগে বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলো জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিক্ষকদের তার দলের পক্ষে কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ক্ষমতায় এসে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন না। সমিতির সভাপতি শামছুল আলম বলেন, ছাত্রদের হাতে বই নেই, শিক্ষকদের পকেট শূন্য। চার মাস ধরে বেতন নেই। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন সংকট অতীতে কখনো প্রত্যক্ষ করতে হয়নি। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দলীয়করণে যত মনোযোগী, শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ততটাই উদাসীন।